



## জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

(২০০৯ সালের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান)

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ই-মেইলঃ [info@nhrc.org.com](mailto:info@nhrc.org.com)

স্মারক নং: এনএইচআরসিবি/প্রেস:বিজ্ঞ:/-২৩৯/১২-১১১

তারিখ: ১৯ জুন ২০২১

### প্রেস বিজ্ঞপ্তি-

#### নারী ও শিশু ধর্ষণ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির আহ্বান মাননীয় প্রধান বিচারপতির

আজ সকাল ১১ টায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের জাতীয় ইনকোয়ারি কমিটি নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা ও ধর্ষণ রোধে করণীয় নির্ধারণ বিষয়ক ভারুয়াল মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। সভায় ৬৪ জেলার জেলা ও দায়রা জজ, সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটগণসহ মোট ২৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন নাছিমা বেগম এনডিসি, মাননীয় চেয়ারম্যান, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ, সার্বক্ষণিক সদস্য, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন; জনাব মোঃ মইনুল কবির, সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার, সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সুদীপ্ত মুখার্জি, আবাসিক প্রতিনিধি, ইউএনডিপি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন সংশ্লিষ্ট বিচার দ্রুত ও সঠিকভাবে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ বিচারকদের মূল্যবান দিক- নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, "ধর্ষণ একটি জঘন্য অপরাধ। ধর্ষণের শিকার নারী বা শিশুর সাম্প্রিক বিশ্বাসযোগ্য হলেই ধর্ষককে শাস্তি দেওয়া যায়। এসকল মামলার দ্রুত বিচারের লক্ষ্যে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আমি আশা করব, ধর্ষণের মামলা পরিচালনাকালে কারও দ্বারা আদালত প্রভাবিত হবে না। বিচারহীনতা/ বিচারে বিলম্বের অভিযোগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। রায় প্রদানে কালক্ষেপণ করা কাম্য নয়। প্রয়োজনে ভুক্তভোগীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, নিরপরাধ ব্যক্তি যাতে সাজা না পায় আর অপরাধী যাতে নিস্তার না পায়।"

মাননীয় চেয়ারম্যান ধর্ষণের মামলার শাস্তি দ্রুত কার্যকর করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমরা নুসরাত ধর্ষণ ও হত্যা মামলার দ্রুত রায় দেখেছি যা প্রশংসনীয়। কিন্তু রায় এখনো কার্যকর হয়নি। সকল ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার দ্রুত রায় এবং রায় কার্যকর হলে এধরণের জঘন্য অপরাধ কমে আসবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন মহলের মধ্যে ধর্ষক ও ভুক্তভোগীর বিয়ে সম্পর্কিত আদালতের নির্দেশের সমালোচনা উল্লেখ করেন তিনি।

সভায় কমিটির আহ্বায়ক জেসমিন আরা বেগম স্বাগত বক্তব্যে কমিটির কার্যক্রম এবং বিচারকদের কাছে তার প্রত্যাশার বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ বিচারকগণ নারী ও শিশু ধর্ষণ ও নির্যাতন কমিয়ে আনার লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে তাদের মতামত এবং এসকল মামলার বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য, দেশে প্রথমবারের মত একটি ন্যাশনাল ইনকোয়ারি করছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের সম্মানিত সদস্য সাবেক সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ জেসমিন আরা বেগমকে আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য-বিশিষ্ট ন্যাশনাল ইনকোয়ারি কমিটি গঠন করেছে কমিশন। কমিটি ইনকোয়ারি শেষে কমিশনের সাথে যৌথভাবে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে।

ধন্যবাদান্তে,

স্বাক্ষরিত/-

ফারহানা সাদ্দিক

জনসংযোগ কর্মকর্তা, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মোবাইলঃ ০১৭৯০৫৩৬৯৩৬